যুগান্তর

তারিখ ... 12 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম [illegible]

উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠনের প্রস্তাব ইউজিসির

মুশতাক আহমদ

দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে পৃথক 'উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়' গঠনের প্রস্তাব করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের ভিশন-২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে এটা প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা। সার্বিক বিষয়কে সামনে রেখে ইউজিসি ৫০টি অধ্যায়ে সুপারিশমালা সংবলিত মেগা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করেছে। এছাড়া শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের কাছেও তা হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একাডেমিক ও প্রশাসনিক শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশসহ সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংস্কার ও নতুন করে প্রণয়ন, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকদের কনসালটেন্সি ও খণ্ডকালীন চাকরির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার ও বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ, ছাত্র টিউশন ফি বৃদ্ধি ও দরিদ্রদের ফ্রি বা বৃত্তি প্রদান, ক্যাম্পাস পুলিশ ব্যবস্থা চালু, বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি বরাদ্দ কমিয়ে সেগুলোকে স্বনির্ভর করাসহ বিভিন্ন সুপারিশ রয়েছে। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মঙ্গলবার বিকালে যুগান্তরকে জানান, শিক্ষানীতিতে আসার পরই তা বাস্তবায়নের পথে যাবে। সরকার শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে। আর এ বিষয়কে সামনে রেখেই তারা সুপারিশমালাটি গত রোববার শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির নজরেও এনেছেন বলে জানান। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী খলীকুজ্জমান জানান, ইউজিসির সঙ্গে তাদের আলোচনা হয়েছে। তারা যে বক্তব্য দিয়েছে তা কমিটি অবহিত হয়েছে। ২২ আগস্টের পর তারা সুপারিশ চূড়ান্ত করা শুরু করবেন বলে জানান তিনি। ইউজিসি বলেছে, বর্তমানে যে সংখ্যক শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস করে তার মাত্র ১০ ভাগ ভর্তি হয় উচ্চশিক্ষায়। বাকিরা ঝরে পড়ে। তাই উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিতে ২০২০ সালের মধ্যে আরও ২৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ খাতে ৩১৯ বিলিয়ন টাকা খরচ হতে পারে বলে রিপোর্টে ধারণা দেয়া হয়। বলা হয়, শিক্ষার্থীদের কারিকুলামের স্বার্থে ও ভবিষ্যতের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম পাঁচ বছর পরপর পরিবর্তন করতে হবে। ডিগ্রি পাস এবং কলেজের অনার্সের কারিকুলাম ও সিলেবাস একই ধারায় আনতে হবে। উচ্চশিক্ষার অনেকগুলো দুর্বলতার মধ্যে একটি হলো পরীক্ষা পদ্ধতি। এটি সংস্কার করতে হবে। এছাড়া কেবল গবেষণার জন্য একটি স্বতন্ত্র পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের কথাও ইউজিসি সুপারিশ করেছে। তারা গবেষণার জন্য জাতীয় গবেষণা কাউন্সিল গঠনেরও সুপারিশ

মন্ত্রণালয় : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

মন্ত্রণালয় : উচ্চশিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করেন।

রিপোর্টে শিক্ষার মাধ্যমের ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে, বাংলা-ইংরেজির বিতর্ক অর্থহীন। যুগের ও সময়ের প্রয়োজনে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিকেও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করতে হবে; এটি ক্ষেত্রের দাবি বিবেচনা করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংস্কারের প্রসঙ্গে ইউজিসি বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসনের ধারণা পুনর্বিবেচনা করে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার বাঞ্ছনীয়। আর দেশে বর্তমান চাহিদানুযায়ী উচ্চশিক্ষার পরিধি ক্রমান্বয়ে যে হারে বাড়ছে তাতে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র 'উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়' সৃষ্টির ব্যবস্থা এখনই নিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিমুক্ত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে অন্যান্য সেক্টরের সঙ্গে তুলনামূলক চাকরির সুবিধা বৃদ্ধি ও আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে ভারত-পাকিস্তানের মতো সার্ক দেশগুলোর উদাহরণ দেয়া হয়।

রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরন বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণতার ভিত্তিতে ছাত্র বেতন নির্ধারণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বেতন বাড়বে। সামর্থ্যবানরা বেশি পয়সা দেবে। তবে প্রয়োজনে দরিদ্ররা ফ্রি পড়বে বা বৃত্তি পাবে। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য ক্যাম্পাস পুলিশ চালু করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি বরাদ্দ কমিয়ে ক্রমান্বয়ে তা স্বনির্ভর করার ব্যাপারে বলা হয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ধিত বাড়তি ব্যয় মেটাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারের ব্যয় কমিয়ে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানো যায়। ২০১৪-২০১৯ সালের মধ্যে ক্রেডিট রেটিং নির্ভর করা যায়। এতে আয় বৃদ্ধিতে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদাভাবে সেল গঠন করে তাদের কাছ থেকে একাডেমিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নে তহবিল সংগ্রহের দিকনির্দেশনাও রয়েছে।

প্রধান সুপারিশের মধ্যে আরও রয়েছে— দেশে উচ্চশিক্ষার পরিধি ও প্রয়োজন বৃদ্ধির কারণে ইউজিসির নতুন নামকরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নাম হতে পারে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন, বাংলাদেশ'। এক্ষেত্রে কমিশনের প্রয়োজন চেয়ারম্যানকে পূর্ণ মন্ত্রী এবং সদস্যদের প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কনসালটেন্সি ও পার্ট টাইম চাকরি উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। তা নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী যৌন নিপীড়ন বারবার দেশ বিবেককে নাড়া দিয়েছে। যৌন নিপীড়ন রোধে নীতিমালা অত্যাবশ্যক। সুপারিশে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, বর্তমানে বিদ্যমান ডিগ্রি পাস কোর্সে আকর্ষণ নেই। এক্ষেত্রে কলেজের ডিগ্রি আর অনার্সের একই সিলেবাস করতে হবে। এতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন আইন দরকার। দরকার অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল। আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করতে হবে। দূরশিক্ষণ চললেও তা পূর্বানুমোদন ছাড়া কার্যক্রম করা যাবে না। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও পাঠ্যক্রম সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক সুবিধার অবস্থা নাজুক। এ ব্যবস্থার জন্য আলাদা বাজেট দরকার। বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নতুন নতুন বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করতে হবে।